রবি ও সোম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রবি নেমে যাচ্ছেন সিঁড়ি দিয়ে, সোম বসে আছেন বারান্দায়।রবির কাছে অনেক মানুষজন এসেছে, বৈঠকখানা ঘরে বসে আছে সাক্ষাৎ প্রার্থীরা। রবি সে ঘরে ঢুকতেই অনেকে উঠে দাঁড়ালো।

সোম রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াচ্ছেন শালিক পাখিদের। এক একটা টুকরো নিয়ে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে যাচ্ছে শালিক পাখিরা। আবার ফিরে আসছে। একটু দূরে করুণ মুখ করে রেলিং-এর ওপর বসে আছে দুটি চড়ুই পাখি। ওরা শালিকদের সঙ্গে রুটি ভাগাভাগি করতে সাহস পায় না।

একটু পরে সোম শালিকদের বললেন, এই, এবার তোরা সর। ওদের আসতে দে।

শালিকরা কুটিতুং কুটিতুং বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ওরা জায়গা ছাড়বে না। কেউ তো জায়গা ছাড়তে চায় না।

সোম একটা রুটির টুকরো জোরে ছুঁড়ে দিলেন চড়ুই পাখিদের দিকে। আলসেতে এক কাক লুকিয়ে বসে ছিল, এতক্ষণ দেখা যায়নি, চড়ুইরা ধরার আগেই কাকটা উড়ন্ত অবস্থায় সেই টুকরোটা লুফে নিয়ে পালালো। ঠিক ডাকাতের মতন।

সোম আপন মনে হাসলেন, সবাই অন্যের ভাগ নিজে নিতে চায়।

এ বাড়িতে জুড়ি গাড়ি সদ্য বিদায় করে কেনা হয়েছে মোটর গাড়ি। রবি সদলবলে সেই গাড়িতে চাপলেন, রামমোহন লাইব্রেরি হলে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হবে।

সোম ভেতরে গিয়ে সব দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে রইলেন অন্ধকার ঘরে।...

একটি মেয়ে এসেছে, বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খুঁজছে যেন কাকে। তার হাতে একগুচ্ছ গোলাপ। সে কিশোরী থেকে সদ্য যুবতী হয়েছে, কী অপূর্ব তার রূপ, মুখখানি যেন জ্যোৎস্না মাখা, মাথা ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর চক্ষু দুটি হরিণীকেও হার মানায়।

বারান্দার অন্য প্রান্তে রবিকে দেখতে পেয়েই তরুণীটি বালিকা হয়ে ছুটে গেল। তার দু'পায়ে নাচের ছন্দ, সে ছড়িয়ে গেল তার শরীরের দিব্য সুগন্ধ।

সোম এবার মুখ তুলে বললেন, এসো তো আমার নীল পরী!

অমনি ডানার শব্দ করে উড়ে এসে একটি ফুটফুটে পরী দাঁড়ালো তার সামনে। ডানা দুটি গুটিয়ে নিতেই মনে হলো বিশ্বের সব সৌন্দর্য তিল তিল করে জুড়ে তাকে গড়া হয়েছে। তার পোশাক নেই, সিংহিনীর মতন কোমর, স্তন দুটি পূর্ব প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের মতন, উরু যেন পারস্যদেশের খড়্গ, ঠোঁট দুটি অমৃতমাখা।

বাচ্চা ছেলেরা কোনো খেলায় জিতে গেলে যেমন হাসে, সোম সেরকম হেসে বললেন, ফুল আনো নি? নিয়ে এসো, গোলাপ এনো না, চাঁপা।

... রবি একটা নতুন গান লিখেছেন। সুর দিচ্ছেন গুনগুনিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কারুকে শিখিয়ে না দিলে তিনি সুর ভুলে যান। দিনু এসব গান চট করে গলায় তুলে নেয়, কিন্তু দিনু এখানে নেই। সুকুমার রায় আর কালিদাস নাগ নামে দুটি যুবক দেখা করতে এসেছে, তাদেরই শেখাতে লাগলেন। সুকুমার যেমন ভাল কবিতা লেখে তেমনি চমৎকার গানের গলা।

হঠাৎ বাইরে থেকে একটা সুর ভেসে এলো। অন্য কেউ গাইছে, অন্য গান।

এরা দু'জন গান থামিয়ে উৎকর্ণ হলো, একটুক্ষণ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, কে গাইছে? দারুণ ভাল গলা তো!

রবি বললেন, আমার দাদা, সোমদাদা। তোমরা তো জান না, কী ভালো গাইতেন এক সময়, গানও লিখতেন। ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে থাকতাম সব সময়। আমি কবিতা লিখতে শুরু করলে সোমদাদা সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতেন। অনেকে বলতেন, সোমের যা গানের প্রতিভা, সেই তুলনায় রবি কোন্ ছার।

সুকুমার বললেন, এখনও তো গাইছেন, একটু কাছে গিয়ে শুনি ?

ওদের তিনজনকে দেখেই সোমের গান থেমে গেল।

রবি বললেন, সোমদাদা, তুমি এঁদের একটু তোমার গান শোনাও।

সোম লাজুক হেসে আবার ধরলেন অন্য গান, হিং টু টুপাং, কিরি কিরি, চো চো, গিরি গিরি হুম।

সুকুমার আর কালিদাস হতভম্ভ হয়ে রবির দিকে তাকালেন, রবি চোখের ইঙ্গিতে তাদের সরে আসতে বললেন।

জমিদারি এস্টেট থেকে সব ছেলেরাই মাসে মাসে হাত-খরচ পান। সোমের টাকা সবচেয়ে আগে ফুরিয়ে যায়। তাঁর যে মস্ত বড় সংসার। রাস্তার ভিখিরি, কুকুর, গরু, পাখি সবাইকে জিলিপি খাওয়াতে হয় যে !

রবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কী বিশাল তার সম্মান। সারা দেশ গর্ব করছে রবিকে নিয়ে। শান্তিনিকেতনে খবর পাওয়া গিয়েছিল, সেখান থেকে কলকাতায় এসে রবি প্রণাম করেছেন বাড়ির গুরুজনদের।

সোমকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, তুই নাকি মস্ত প্রাইজ পেয়েছিস ?

রবি বিনীতভাবে বললেন, হ্যাঁ দাদা, তোমাদেরই সকলের জন্য।

সোম বললেন, তোকে আরও বড় একটা পুরস্কার দিচ্ছি, হাতটা এগিয়ে দে।

তিনি রবির হাতের মুঠোতে গুঁজে দিলেন একটা আমলকি।

আকাশের রবির কিরণের মতন মর্ত্যের রবিরও সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে। কত দেশ থেকে তাঁর ডাক আসে। সেখানে তিনি যেমন শ্রদ্ধা, সম্মান, সম্বর্ধনা পান, অনেক রাজা-মহারাজার ভাগ্যেও তা জোটে না। তিনি পরিভ্রমণ করছেন বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।

আর সোম কোথাও যান না। শুয়ে থাকেন নিজের খাটে। তাঁর গায়ের রং চাঁপা ফুলের মতন, হাতের তেলোয় যেন ডালিম ফুলের রং। একাকী নিজেকেই গান শোনান। একটিই তাঁর শখ, মাথায় মাখেন ফুলন তেল। সেই তেলের মিষ্টি গন্ধে পিঁপড়েরা এসে হাটে মাথার বালিশে। সোম একটাও পিঁপড়ে মারেন না, সস্নেহে চেয়ে থাকেন তাদের দিকে। বালিশ ছেড়ে উঠে চলে যান।

কেউ তাঁকে কখনও চেঁচিয়ে কথা বলতে শোনে নি। কারুর ওপরে তাঁর কখনো রাগ হয় না। রবির নতুন নতুন

গৌরবের খবর তাঁর কানে এলে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে যাকে সামনে পান তাকেই আলিঙ্গন করে মহানন্দে বলেন, শুনেছো ? শুনেছো ?

রাস্তার কুকুরটাকেও তুলে নেন বুকে।

একবার রবি বিশ্বজয় করে ফিরলেন কয়েক মাস পর।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এলেই কিছুক্ষণের জন্য রবি এসে বসেন সোমের সামনে।

সোম জিজ্ঞেস করলেন, এবার কোথা থেকে ফিরলি রে ?

রবি বললেন, আমেরিকা।

সোম জিজ্ঞেস করলেন, সে দেশ কত দূরে ?

রবি বললেন, পৃথিবীটা তো গোল। মনে করো, তুমি এইখানে মাটি খুঁড়লে, তারপর খুঁড়তে খুঁড়তে পৃথিবীর ওধারে পৌঁছলে, সেটাই আমেরিকা। আমাদের যখন দিন, ওদের তখন রাত্রি। আমাদের সায়াহ্ন, ওদের ঊষা। জাহাজে যেতে অনেক দিন লাগে।

সোম বললেন, তার চেয়েও অনেক দূরের দেশে আমি কত কম সময়ে যেতে পারি জানিস ?

রবি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তার চেয়েও দূরের দেশ ?

সোম মুচকি হেসে বললেন, কেন, স্বর্গ। দেখবি, দেখবি ?

সোম মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুঁজলেন।

রবির সঙ্গে আরও কয়েকজন রয়েছে, তারা তাকিয়ে রইল সকৌতুকে।

কয়েক মিনিট পরেও সোমের শরীরে কোনো স্পন্দন দেখা যাচ্ছে না বলে উৎকণ্ঠিত হল সবাই।

রবি নিচু হয়ে স্পর্শ করলেন সোমকে।

সত্যিই সোমের শরীরে প্রাণ নেই। ইচ্ছে করা মাত্র তিনি চলে গেছেন স্বর্গে।